কে বলে আপনি চলে গেছেন?

কাইউম পারভেজ

কে বলে আপনি চলে গেছেন?
যতদিন থাকে মানুষ মানুষের অন্তরে, ততদিন
মানুষের মৃত্যু নেই।

সেই যে রবিউল আলম
আপনার বত্রিশ নম্বরের সামনে লেকের পাড়ে
বাদাম বেচে বারো জনের সংসার চালাতো
যাকে একদিন আপনার পুলিশ লাঠিপেটার পর
গুঁড়িয়ে দিলো তার বাদামের টুকরি।
আপনার নজর এড়াতে পারেনি, যে নজরে আপনি
চাঁদতারা ভেদ করে লাল সবুজের পতাকা দেখতেন।
আপনার পুলিশ ধমক খেয়ে হতভম্ব ক্রন্দনরত রবিউলকে
নিয়ে এলো বত্রিশ নম্বরে।
আপনি রবিউলের বাদাম খেলেন। তারপর রবিউলকে
হঠাৎ বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। চোখ মুছে দিলেন।
হাতে একশো টাকার মুজিব মার্কা নোটটা দিলেন।
রবিউল বলে জীবনে এমন নরম বুক ও কোথাও পায়নি।
একচল্লিশ বছর পর কাঁদতে কাঁদতে কাগজে
এ কথা গুলো লিখেছে রবিউল ।
কে বলে আপনি চলে গেছেন?

জিয়াউল হক - ওই যে আপনার আলোকচিত্রী
সবখানে সব সময়ে আপনার সাথে সাথে।
অগাস্ট পনেরোতেও বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে। কম্পমান হাতে
আপনার শবদেহের ছবি তুলেছিলো - তাক করা রাইফেল
ওর অশ্রু শুষেছিলো। রক্তচক্ষুগুলোতে ওর কণ্ঠস্বর তখন স্তব্ধ ।
তার পরেও আপনার শেষ ছবিগুলো তুলেছে ও।
কাঁদতে কাঁদতে একচল্লিশ বছর পর আজ লিখেছে -
যেখানেই দায়িত্বে গেছে
ভীড় ঠেলে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন - ঠিকঠাক মত খাইছিস তো!
আলোকচিত্রীর খাওয়ার খোঁজও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে পড়ে!
কে বলে আপনি চলে গেছেন?

শেরপুরের দিনমজুর শেখ মমতাজ উদ্দীন গত তিরিশ বছর ধরে
এই অগাস্ট পনেরোতে আপনার জন্য দোয়ার আশায়
কাঙালী ভোজ দেয় বছরের সঞ্চিত কানকড়ি থেকে।
ওর বাবা মৃত্যুর আগে তাঁর কাজটা মমতাজকে দিয়েছিলেন।
মমতাজের ছেলেরাও বাবার সাথে কাঙালী ভোজে
আপনার জন্য কাঁদে।
কে বলে আপনি চলে গেছেন?

পদ্মা যমুনা মেঘনার আপনি এখন পদ্মা যমুনা মেঘনার ব্রীজে
এখনো তো আপনি বঙ্গভবন গণভবন সংসদ আদালতে।
গান কবিতা শিক্ষাঙ্গন খেলার মাঠ
রৌদ্র বর্ষা শীত বসন্তে শহর গঞ্জে সবুজের ক্ষেতে আপনি।
কে বলে আপনি চলে গেছেন?

আপনি তো লক্ষ কোটির অন্তরে
শুধু নেই তাদের ঘরে
মিথ্যা ঘুম নিত্য যাদের ভর করে।

কে বলে আপনি চলে গেছেন?